উড়ালগদ্য- ১৮

কাজী জহিরুল ইসলাম

বাসিলিকা, এক বিস্ময়সুন্দরী

‘সৌন্দর্যই পৃথিবীকে বাঁচাবে’--দস্তয়েভস্কি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার তার বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্যারিস যেন অক্ষত থাকে। ইতিহাসের অন্যতম খলনায়কও সুন্দরের পূজারী। সুন্দরকে ধ্বংশযজ্ঞের হাত থেকে বাঁচিয়ে প্রেমের পরীক্ষা দিলেন। প্যারিস বেঁচে গেলো তার রূপের গুনে।

১৯৮৫-র ১০ আগস্ট। ইয়ামুসুক্রো পশ্চিম আফ্রিকার তীর্থ। তিন লক্ষ লোক জড় হয়েছে সেই তীর্থে। আজ এখানে স্থাপিত হবে এক পবিত্র প্রস্তরখন্ড। স্বয়ং বিশ্বখ্রীস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু পোপ জন পল (দুই) তার নিজ হাতে স্থাপন করবেন এ পবিত্র প্রস্তরখন্ড। মাথা নিচু করে পোপের সামনে এসে দাঁড়ালেন ২৫ বছরের পরাক্রমশালী প্রেসিডেন্ট ফেলি উফুয়ে বৈগ্নি, আইভরিকোস্টের নেতা, পর্বতশৃঙ্গের চেয়েও উঁচু এক মানুষ। আকাশে মাথা। আকাশ মাটিতে নত আজ। পোপের হাত উপুড় হলো বৈগ্নির মাথায়। আশির্বাদ। ঈশ্বর তোমার স্বপ্ন পূরণ করুন, আমিন। তিন লক্ষ আইভরিয়ানের নতমুখ ইয়ামুসুক্রোর মাটিতে খোঁজে আকাশের ছায়া।

প্রস্তরখন্ড বড় হতে শুরু করে, বড় হতে হতে আকাশ ছোঁয়। ভ্যাটিকানের চেয়েও উঁচু এক উপাসনালয় আইভরিকোস্টের মাটিতে শেকড় প্রোথিত করে, মাথা তোলে মেঘের রাজ্যে। সদর্পে দাঁড়িয়ে যায় ‘দি বাসিলিকা অফ আওয়ার লেডি অফ পিস’। এক’শ আটান্ন মিটার উঁচুতে নক্ষত্রখচিত আকাশে জ্বলছে এক উজ্জ্বল ক্রশচিহ্ন। আন্তজার্তিক সংস্থাসমূহের বিস্মিত চোখ সানগ্লাসের আড়ালে রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। এ গরীব দেশে! হায়রে অপচয়! কত খরচ হলো এতে? বৈগ্নি বলেন, ঈশ্বরের জন্য যা ব্যয় করবে তার হিসেব রাখবে না। সবাই চুপ। বাসিলিকার কোনো হিসাব নেই, কোনো একাউন্ট নেই। ঈশ্বরই এর হিসেবরক্ষক। আইভরিকোস্টের জনক প্রেসিডেন্ট উফুয়ে বৈগ্নি তার উষ্ণ বুকে চেপে ধরেন বাসিলিকার আর্কিটেক্ট লেবানিয় নাগরিক পিয়েরে ফাকুরিকে। বৈগ্নির আশির্বাদের পুস্পবৃষ্টি ঝরে পড়ে পেট্রিকের মাথায়। পেট্রিক দুতুইলে, বাসিলিকার নান্দনিক পরিচালক।

১৭ এপ্রিল ২০০৬। খা খা দুপুর। একদল বাংলাদেশী পর্যটকের পা পড়ে বাসিলিকায়। নীল জলাশয়, অনন্ত নারকেল বিথী, ১৭ কিলোমিটার পরিসীমা--এক রাজবাড়ি, ইতস্তত হেঁটে বেড়ানো কালো মানুষের বিরল বসতি, এর মাঝখানে একখন্ড হীরের দ্যুতি, দি বাসিলিকা অফ আওয়ার লেডি অফ পিস।

মানুষের তৈরী এক বিস্ময়। প্রেম ও শান্তির স্বর্গ। বাসিলিকার আঙিনায় দাঁড়িয়ে পোপ বলেন, *'ও আওয়ার লেডি অফ পিস, কিপ দ্যা হিউম্যান ফ্যামিলি অলওয়েজ ইন পিস'।* বাসিলিকার এক'শ ত্রিশ হেক্টর চত্বরে পা দিয়েই আমাদের গাইড আইভরিয়ান যুবক শার্লস জানালো, *'উই আর নো মোর ইন কোত'দি ভোয়া, নাও উই আর ইন ভ্যাটিকান সিটি'।* পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই? ঈশ্বরের ঘরে যেতে কোনো ভিসা লাগে না। আমরা ঈশ্বরের দরোজায় কড়া নাড়লাম। আঙুল ছোঁয়াতেই দুই টন ওজনের এক একটি স্টেইন্ড গ্লাসের দরোজা খুলে গেল। বাসিলিকার মূল দরোজা উন্মুক্ত হতেই বাংলাদেশী পর্যটক দলটি ঢুকে পড়লো ৩২০টি জায়েন্ট থামের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এক সুবিশাল ধর্মপ্রাসাদের ভেতর। এরই ছয়টি থামের ভেতরে রয়েছে ওপরে ওঠার জন্য ছয়টি এলিভেটর আর চারটিতে পেঁচানো সিঁড়ি। ফ্লোরে বিছানো বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান মার্বেল পাথর, ৭০ হাজার বর্গমিটার চত্বরে শুয়ে আছে ইতালী, স্পেন ও পর্তুগাল। একসঙ্গে সাত হাজার ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টান বসতে পারে বাসিলিকার ভেতরে, কক্ষের অভ্যন্তরে দাঁড়াতে পারে আরো পনের হাজার। প্রর্থনাসভা বসে প্রতি রোববার, চারজন পোলিশ ফাদার খ্রীস্টীয় দীক্ষা ছড়িয়ে দেন কাকাওয়ের দেশে, কালো মানুষের লাল রক্তের ভেতর, হলুদ মগজের ভেতর। প্রার্থনা সঙ্গীতে ব্যবহারের জন্য দূর আমেরিকা থেকে আনা হয়েছে বিশাল এক ইলেক্ট্রিক অ্যালেন অর্গ্যান।

হোলিজলে হাত ভিজিয়ে একটু থমকে দাঁড়ালাম, ডানে বাঁয়ে কনফেশন রুম। কিছু কি ছলকে উঠছে মনের গহনে, গোপন কোনো পাপের কথা? আকাজু কাঠের নারী তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তখন মৃদু হাসছে। কাছে এগিয়ে যেতেই ওর রাগী মুখ। ভাস্কর সরোর অসাধারণ কাজ। থামের ভেতর দিয়ে উঠে এলাম ওপরে, ঠিক ডোমটার নিচে। স্টেইন্ড গ্লাসে মোড়ানো পুরোটা ডোম ভেতর দিক থেকে। বাইরের সূর্য কোনো এক বিস্ময়কর উপায়ে গ্লাসের ওপর পড়ে তৈরী করেছে অসংখ্য আলোর রঙিন ফোয়ারা, সেই ফোয়ারাই এই মুহূর্তে বাসিলিকার অভ্যন্তরভাগের একমাত্র আলোর উৎস। বহুবর্ণের আলোয় উদ্ভাসিত বাসিলিকার অভ্যন্তরভাগের রূপমাধুর্যে মুগ্ধ বাংলাদেশী দলটি এগিয়ে যায় এর ছাদের উঠানে। সামনে প্রকান্ড বাগান। সবুজের সারি। বহু বর্ণের ফুলের হাতছানি। বাসিলিকার মূল ভবনের দুপাশ থেকে দুটি কার্ব প্যাসেজ ছুটে গিয়ে নির্মাণ করেছে একটি মুখ খোলা বৃত্ত। বৃত্তমুখের দু'পাশে সোনারঙ দুটি বিশাল মেরিমূর্তি।

ওইতো, ৩৭ হেক্টর বাগান। যেখানে দুপুরের লু হাওয়ায় দুলছে ৪ লক্ষ প্রজাতির ফুল ও সৌন্দর্যবিলাস বৃক্ষ-তৃণ-লতাগুল্ম। বাগান পেরুলেই ইয়ামুসুক্রুর আড়াই'শ মিটার প্রশস্ত প্রধান সড়ক। সড়কের ওপাশেই নেচারাল লেক, হাজারো কুমীরের অভয়ারণ্য। আর তার পাশে কি ওটা, বিশাল পাচিলঘেরা এক গ্রাম? পুরো গ্রামটিই এখন রাজবাড়ি। প্রেসিডেন্ট বৈগ্নির রাজপ্রাসাদ। হায়রে রাজপ্রাসাদ। বৈগ্নি এখন কেবলই ইতিহাস, আর এই রাজবাড়িটি, ইতিহাসের ফসিল। তবু লালন। *'এমন মানব জনম আর কি হবে?/ মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে'।*

ইয়ামুসুক্রু বেঁচে থাকবে। এই গৃহযুদ্ধের আগুনের ভেতর, সন্ধ্যার আকাশে উড়ে বেড়ানো হাজারো বাদুড়ের ডানা আর বহুজাতিক শকুণের ভাগাড় পেরিয়ে এক বিস্ময়কর সুন্দরের প্রতিভূ, বাসিলিকার জন্য।

আবিদজান
৪/৫/০৬